কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

KARNAPHULI GAS DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(A Company of Petrobangla)

তারিখ ১৫-০৮-২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এ ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক শ্রদ্ধা ও যথাযথ সম্মান এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ১৫ আগস্ট ২০২১ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কোম্পানির স্থাপনায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও শোক প্রকাশের কালো পতাকা উত্তোলন, সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর কালো ব্যাজ ধারণ, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর ডকুমেন্টরি প্রর্দশন, জাতির পিতার কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা সভা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, স্থানীয় এতিমখানা তবারক বিতরণ ইত্যাদি। দিবসের সকল কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এ মাজেদ। এতে অংশগ্রহণ করেন কোম্পানির সকল মহাব্যবস্থাপক, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং সকল কর্মচারী-কর্মকর্তা।

জাতীয় শোক দিবসের আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি কেজিডিসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক গভীর শ্রদ্ধাভরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের স্মরণ করেন। আলোচনা সভায় তিনি শোকাবহ এ দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন, সাথে সাথে তিনি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যসহ সকল শহীদের, যারা ১৫ আগস্টের কালোরাত্রিতে ঘাতকের বুলেটে প্রাণ হারান। সাথে সাথে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশমাতৃকার সকল স্বাধীকার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী সকল শহীদ এবং আত্মত্যাগকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। আমরা সকলেই জানি ১৯৭৫ সালের এ দিনে আমরা হারিয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশর স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, সেদিন ঘাতকরা শুধু বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাকে হত্যা করে ক্লান্ত হয়নি, তারা একে একে জাতির পিতার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছাসহ পুরো পরিবারকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে। এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বে বিরল নরপিশাচ কুচক্রীদের নৃশংস ও মর্মস্পর্শী এবং

বেদনাবিধুর হত্যাযজ্ঞ। এর মাধ্যমে বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক কালিমা লিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, যার জন্ম না হলে আমরা বাংলাদেশ পেতাম না, যার ডাকে প্রশিক্ষিত হানাদারদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার মানুষ, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে মুক্তির এ মহানায়ককে আমরা হারিয়েছি। আলোচনা সভায় তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, দীর্ঘকালের বিদেশী বেনিয়াদের শাসন-শোষন থেকে মুক্ত হয়ে জাতিয় জীবনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল যখন, তখনই বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করলো ঘাতকরা। যে স্বপ্ন-চেতনায় স্বাধীন হলো বাংলাদেশ তা অবদমিত হয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাস নীরবে-নিভৃতে আপন পথ পরিক্রমায় বহমান, ইতোমধ্যেই ঘাতক খুনীদের বিচার হয়েছে, জাতি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, সর্বক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ এগিয়ে যাওয়ার নিয়ামক শক্তি হলো জাতির পিতারই সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু আজীবন ত্যাগ-তিতিক্ষার সংগ্রামী জীবন যাপিত করেছেন বাংলার দুঃখী মানুষের মূখে হাসি ফুটাবার জন্য, জাতির পিতার লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত সূখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও অসমাপ্ত কাজগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে ও বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে একের পর এক সম্পন্ন হতে চলেছে, ইতোমধ্যেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতাকে জয় করে বিশ্ব সভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। এখন আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়া। এটিকে সামনে রেখে জাতির পিতার আত্মত্যাগের মহিমা ও আদর্শ আমাদের কর্মের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কোম্পানির সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদান ও রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিসমূহ পালনে কোম্পানির জনবল আরও নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করে কোম্পানির সুনাম অব্যাহত রাখবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধান অতিথি বক্তব্য শেষ করেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস প্রকৌ. রওনাকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক বিপণন দক্ষিণ ও সভাপতি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন প্রকৌ. আমিনুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সৈয়দ মোরশেদ উল্লাহ, সিবিএ-র সভাপতি জনাব এম মাকসুদুর রহমান চৌধুরী, সিবিএ-র সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. আসলাম। এতে সঞ্চালনায় ছিলেন ব্যবস্থাপক জনসংযোগ জনাব মীর মোহাম্মদ সফিউল আলম এবং সহ-সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব ফারুক আহমদ, সহকারী ব্যবস্থাপক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অফিসার্স এসোসিয়েশন।